দৈনিক ইনকিলাব

076

তারিখ 17 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী শিক্ষার সমস্যা

দেশে চার শ্রেণীর মাদ্রাসা রয়েছেঃ দাখিল, আলীম, ফাজিল ও কামিল। এই মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে দাখিল ও আলীম শ্রেণীর মাদ্রাসাই পল্লী এলাকায় চলছে। ফাজিল ও কামিল জেলাশহরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তবে ওগুলোর সংখ্যা খুবই কম।

দেশের বিভিন্ন উপজেলার পল্লী এলাকায় যে ৮/১০টি করে দাখিল ও আলীম শ্রেণীর মাদ্রাসা বিদ্যমান, ওগুলোর অবস্থাও বড়ই করুণ।

সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা, ইংরেজী ও অংকসহ অন্যান্য বিষয় পড়ানো হচ্ছে। সে হিসেবে দাখিল, আলীম, ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রী ও এম-এর সমমান দেয়া হয়েছে। ফলে, আজকাল বহু ছাত্রকে দাখিল পাস করে কলেজে ভর্তি হতে দেখা যায়। তবে কেবল মেধাবী ছাত্ররাই কলেজে ভর্তির সুযোগ লাভ করছে। মেধাবী ছাত্র ছাড়া অন্যান্য ছাত্র কলেজে ভর্তি হলেও ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। চাকরির ক্ষেত্রেও ঐসব ছাত্র নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এর কারণ, যারা মাদ্রাসা পাস করছে তারা মাদ্রাসাগুলোতে যোগ্য শিক্ষকের অভাবে ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারে না। হরহামেশাই এগুলোতে অংক, বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষকের অভাব রয়েছে। যারা পাস করছে, তারা নোট বুককে সায় করেই পরীক্ষা পাস করে থাকে। এর ফলে, পল্লী এলাকার ৮০ ভাগ উল্লেখিত মাদ্রাসার পরীক্ষায় পাসের হার নৈরাজ্যজনক।

মাদ্রাসাগুলোকে উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ন্যায় সুযোগ বা বেনিফিট দেয়া হলেও যোগ্য শিক্ষকরা ওগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হন না। কারণ, ছাত্র সংখ্যার স্বল্পতার কারণে এই সুযোগের যে অংশ মাদ্রাসাগুলো থেকে দেয়ার বিধান রয়েছে তারা ঐ অংশ পাচ্ছেন না। কেবল সরকারের দেয়া বেনিফিটই তারা পেয়ে থাকেন। অবশ্য কাগজে-কলমে ওগুলো ঠিকই রাখা হয়েছে।

পল্লী এলাকায় বছরের প্রায় মাসগুলোতেই যোগ্য শিক্ষকের অভাব লেগেই রয়েছে। তাই জোড়াতালি দিয়ে ওগুলো চালানো হচ্ছে। এমনও দেখা যায় যে, শিক্ষক হাজিরায় যোগ্য শিক্ষকের নাম রেখে, সেখানে ভিন্ন শিক্ষক দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। বলা বাহুল্য, বিগত দু'টি জরিপে ঐ সমস্যার কথা তুলে ধরা হলেও জরিপ কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে খুশী করে মাদ্রাসাগুলোর মঞ্জুরী বহাল রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের মতে, পল্লী মাদ্রাসাগুলোকে সঠিকভাবে চালু রাখতে হলে পল্লী এলাকার কেবল দাখিল শ্রেণীর মাদ্রাসা চালু রাখা উচিত। প্রতি উপজেলা সদরে আলেম, জেলা সদরে ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর মাদ্রাসা সরকারীভাবে ১টি করে প্রতিষ্ঠা করা একান্তভাবে অপরিহার্য। এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার মান উন্নত হবে এবং মাদ্রাসাসমূহে পরীক্ষা পাস করে ছাত্ররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে। দাখিল মাদ্রাসাগুলোকে সরকারীভাবে চালু করলে পল্লীতে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাধা হ্রাস পাবে এবং উক্ত মাদ্রাসাসমূহে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হবে।

দেশের উপজেলা সদর ও জেলা সদরের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজসমূহকে সরকারী করা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসাগুলোকে সরকারীকরণের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হচ্ছে না। বৃটিশ আমলে দেশে যে ২টি সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা ছিল এখনও সে ২টিই রয়েছে। মাদ্রাসাগুলোকে সরকারীভাবে চালু না করায় পল্লীর ৯৫ ভাগ ছাত্র মোটেই লাভবান হচ্ছে না।

আমরা মনে করি, মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাতে হলে মাদ্রাসাগুলোকে সরকারী করে গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতেই হবে। কেননা, ৬৮ হাজার গ্রামের ৮৪ ভাগ মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের এ সুযোগ দিয়ে তাদেরকে ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং মাদ্রাসাগুলোকে সরকারীকরণের মাধ্যমে পল্লীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুসলমান ছাত্রদের লেখা-পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলেই মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নতির পথে এগিয়ে চলবে তা কোন সন্দেহ নেই।

—এম, এ বশীর।